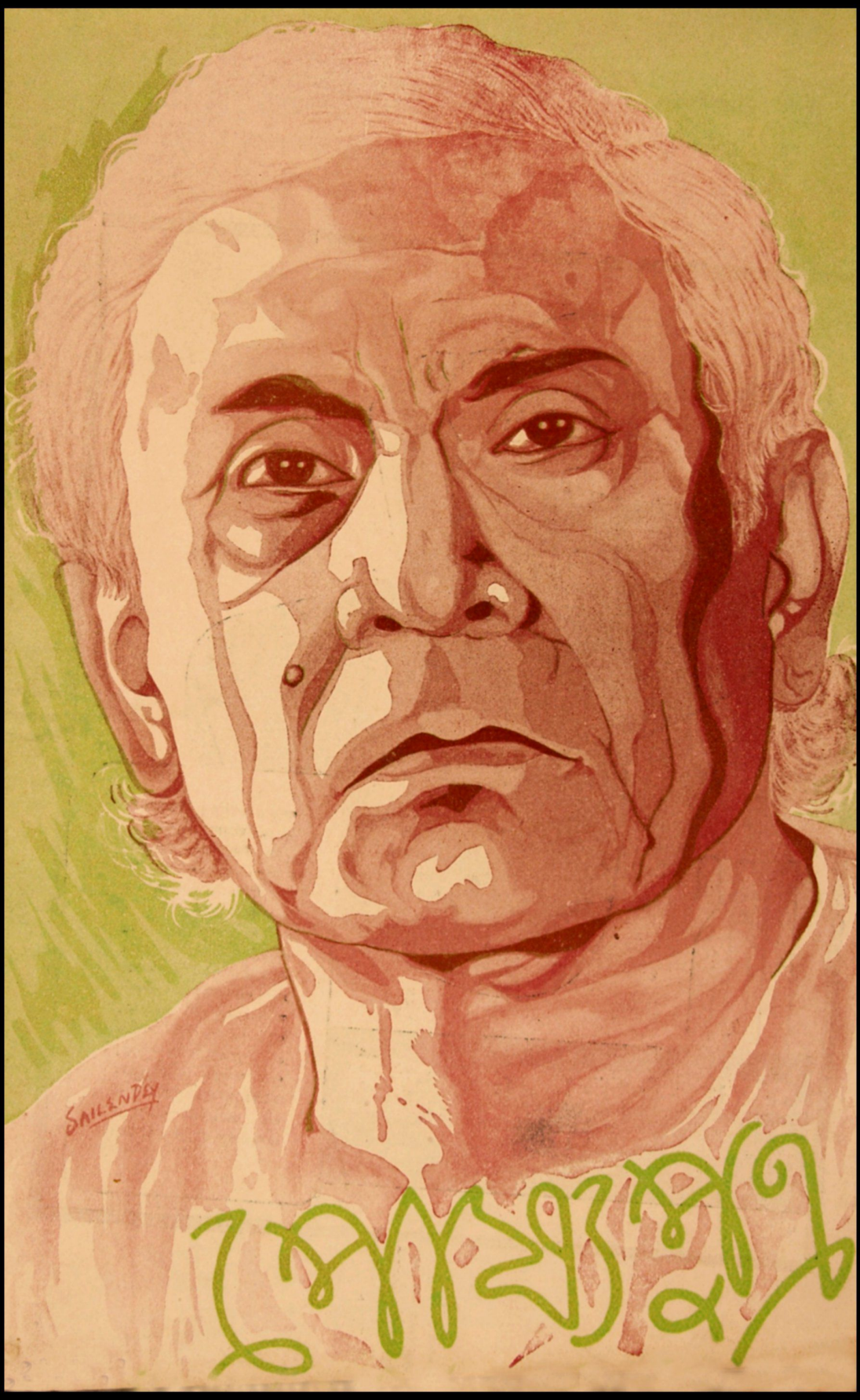

SAILENDEY

পোষ্যপুত্র

ভ্যারাইটি পিকচার্সের
নবতম নিবেদন

গ্রাম : সুধাফিল্ম — একমাত্র পরিবেশক — ফোন : ক্যাল

ভ্যারাইটি ফিল্মস
৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা

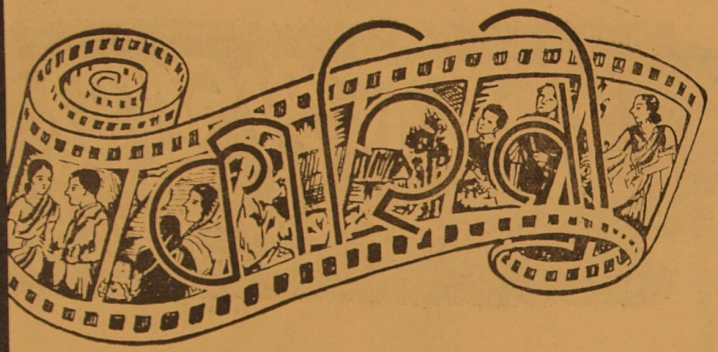

লক্ষ্মীপুরের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ। জমিদার শ্যামাকান্ত চৌধুরীর অনেকগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে অবশিষ্ট বিনোদকে রাখিয়া বিনোদের মা অকালে দেহত্যাগ করেন। মাতৃহীন পুত্রকে লইয়া শ্যামাকান্ত বড়ই বিপদে পড়িলেন। প্রথম প্রথম শ্যামাকান্ত পুত্রকে চোখে চোখে রাখিয়া তাহার দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক। ছেলে যত শান্ত হইতে লাগিল তাঁহারও বাহ্যিক-যত্নে তত শিথিলতা আসিয়া পড়িল। মাতৃহীন শিশুর মাতৃস্নেহের অভাব কখনই ঘুচে নাই—পিতৃস্নেহের প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া অভিমানে সে শুধু অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। পিতাপুত্র কেহই পরস্পরের প্রকৃতি ধরিতে পারিল না।

এদিকে রজনীনাথের উপযুক্ত কন্যা শান্তিলতাকে দেখিয়া শ্যামাকান্ত তাহাকে কন্যাস্নেহে ভালবাসিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকেই গৃহলক্ষ্মীরূপে পাইবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিল। শান্তিকে শ্যামাকান্তকে দিতে রজনীনাথের কোনই আপত্তি নাই—বরং এ প্রস্তাব রজনীনাথের কাছে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইল।

বিনোদ বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া শ্যামাকান্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন কিন্তু বাহিরে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তিনি এইবার তাহার বিবাহের কথা পাড়িলেন। কিন্তু বিনোদ পিতার এই কথা মানিয়া লইতে পারিল না। সে দৃঢ়স্বরে জানাইল—"মার ইচ্ছা ছিল আমি একটু বেশী পড়ি"—সেইজন্য তাহাকে বিলাত পাঠান হউক, সেখানে সে অধ্যয়ন করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ইহাতে শ্যামাকান্ত ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুত্রের কথা বালকের খেয়াল ও পরে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। বিনোদের দৃঢ়তা ইহাতে শতগুণ বাড়িয়া গেল, সে দুঃখে ও অভিমানে বলিল—"যার মা নেই, জগতে তার কেউ নেই।"

* * *

বৃন্দাবনে সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর কন্যা শিবানীর বিবাহ এক অপরিচিত যুবকের সহিত অদ্ভুতভাবে হইয়া গেল। অসুস্থ অবস্থায় নীরদকুমার তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী প্রথমে তাহাকে রাজপুত্র ভাবিয়াছিলেন। বিবাহের পর ক্রমশ কিন্তু মত বদ্‌লাইয়া গেল এবং এই লইয়া সিদ্ধেশ্বরী ও শিবানীর মধ্যে প্রায়ই মন কষাকষি চলিল। স্বামী নিন্দা সকল মেয়ের মত তাহারও সহ্য হইত না। সে স্বামীকে অনেক কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে ফল অন্যরূপ ফলিল—

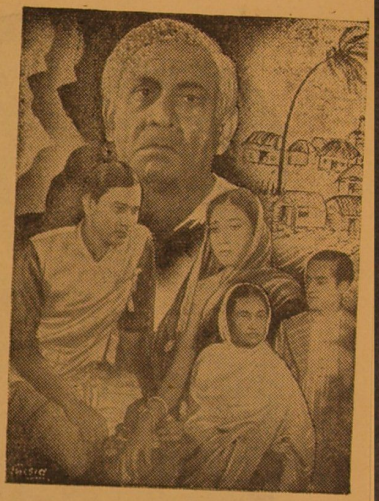

নীরদকুমার ক্রমশ শিবানীকে ভুল বুঝিতে লাগিল। তাই সে একদিন তাহাদের আশ্রয় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শিবানী তখন অন্তঃসত্ত্বা। কিছুকালবাদে নীরদকুমারের এক পত্র আসিল। মৃত্যুশয্যা হইতে পত্র লিখিয়া সে জানাইয়া গেল শিবানীর বৈধব্যের কথা।

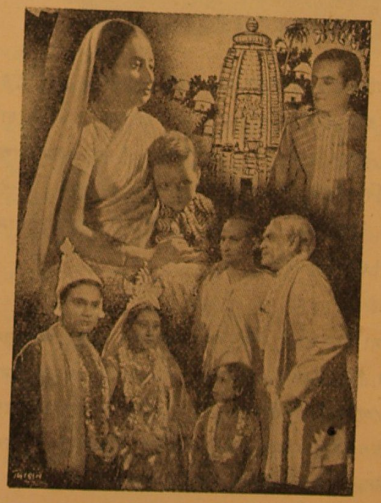

* * *

মাদ্রাজে মিঃ রায় বা নীরদকুমার রায়ের সহিত আলাপ করিয়া তাহার বন্ধু যোগেনের কলিকাতা হইতে সদ্য-আগত শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকা শান্তি অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। যোগেন ও তাহার শ্বাশুড়ীর ভারি ইচ্ছা যে নীরদের সহিত শান্তির বিবাহ হয়। রজনীনাথ কিন্তু এ বিবাহে মত দিতে পারিলেন না। একমাত্র পুত্র

নিরুদ্দেশ হওয়ার পর শুধু শান্তিকে ঘরে লইবার জন্যই শ্যামাকান্ত হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং রজনীনাথও শ্যামাকান্তকে তাঁহার কথা দিয়াছেন। ইতিমধ্যে কথায় কথায় বিনোদ শান্তির ভাই সুখুর মুখে শুনিল লক্ষ্মীপুরের জমিদার শ্যামাকান্ত চৌধুরীর পুত্র হেমেন্দ্রের সঙ্গে তাহার দিদির বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া বিনোদ উদ্‌ভ্রান্তের মত "লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্ত চৌধুরী···" বলিয়া সেখান হইতে যে কোথায় চলিয়া গেল—তাহা কেহ জানে না।

* * *

দুঃখ যখন আসিয়া মানুষের কাঁধে বাসা বাঁধে তখন বুঝি শত চেষ্টাতেও তাহা অপসরণ করা যায় না। শ্যামাকান্ত ভাবিলেন, বিনোদের শোক তিনি হেমেন্দ্রকে নিয়া ভুলিবেন, তাই বড় সাধ করিয়া শান্তির সহিত হেমেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু হেমেন্দ্রকে ঘরে লইয়া তাহার আচরণের সহিত পরিচিত হইয়া শ্যামাকান্তের অশান্তির বহ্নিশিখা আরও প্রধূমিত হইয়া উঠিল। হেমেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। অসৎ সংসর্গে মিশিয়া সে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া থিয়েটার করিতে লাগিল এবং

সঙ্গীদের কু-পরামর্শে কলিকাতা হইতে বারনারী আমদানি করিয়া তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া লক্ষ্মীপুরের জমিদার বংশের মুখে চুণকালি লেপিয়া দিল।

পুত্রবধূ শান্তিকে লইয়া শ্যামাকান্ত বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে শান্তির সদ্য-পরিচিতা শিবানী শান্তিকে তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কথা বলিল। ইতিমধ্যে শিবানীর একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছিল, তাহার নাম অমূল্য। শিবানীর ধারণা তাহার স্বামী হয়ত বাঁচিয়া আছে। শিবানীর সহিত পরিচিত হইয়া এবং তাহার কাছে বিনোদের মাতার ছবি ও মাতৃদত্ত অঙ্গুরী দেখিয়া শ্যামাকান্ত বুঝিলেন, এই নীরদকুমার তাঁহার পুত্র ভিন্ন অন্য কেহই নহে। শ্যামাকান্ত শিবানী, তাঁহার পৌত্র অমূল্য ও সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া লক্ষ্মীপুরে আসিলেন।

শিবানী ও অমূল্যকে দেখিয়া হেমেন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল। শান্তি তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। শেষে সিদ্ধেশ্বরীর কথার জ্বালায় একদিন হেমেন্দ্র ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। পরে হেমেন্দ্রের প্ররোচনায় শান্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসিল। হেমেন্দ্রের এই ঔদ্ধত্য শ্যামাকান্ত ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

এদিকে রজনীনাথ হেমেন্দ্রের এই আচরণে এবং তাহার এই নীচতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন। হেমেন্দ্র তখন শান্তিকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। রজনীনাথ ভাবিলেন, অনুতপ্ত হেমেন্দ্র ও শান্তি নিশ্চয়ই ক্ষমাভিক্ষার জন্য লক্ষ্মীপুর চলিল। কিন্তু এদিকে কূটচক্রী যোগেশের মন্ত্রণায় তাহারা চন্দননগরে যোগেশের এক শ্যালিকার বাড়ীতে উঠিল। শ্যামাকান্তের কথা ভাবিয়া এবং পিতার তিরস্কারের কথা চিন্তা করিয়া শান্তি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। দিনে দিনে সে মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিল।

হেমেন্দ্রের পরামর্শদাতা জুটিয়াছিল যোগেশ। তাহারই সাহায্যে যখন বহু সন্ধানের পর রজনীনাথ শান্তিকে লইতে আসিল, হেমেন্দ্র তাহাকে জানাইল শান্তি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহে না। শয্যাশায়ী শান্তি কিন্তু তাঁহার আগমনের কথা কিছুই জানিল না। বৃদ্ধ শ্যামাকান্তের কি অবস্থা! শিবানী ও অমূল্যকে তিনি পাইলেন বটে, কিন্তু পর পর বিনোদ, শান্তি ও হেমেন্দ্রের আঘাত তাঁহার সহিবে কি! বিনোদ, নীরদকুমার ও মিঃ রায় চিরকালই কি সবাইকে এড়াইয়া চলিবে! আর রজনীনাথ! শ্যামাকান্তের অনুগ্রহ ভিন্ন মানুষ হইবার যাঁহার কোনও আশা ছিল না—আজ নিজের কন্যার ব্যবহারে তাঁহার মুখ দেখাইবার আর কোনও উপায় রহিল না!

শান্তি—অনভিজ্ঞা কিশোরীকে কি সংসারে সকলে কেবল ভুলই বুঝিবে। আর হতভাগিনী শিবানী—স্বামী বর্ত্তমানেও তাহার বৈধব্য দশা কি কোনদিনই ঘুচিবে না!

* * *

"পোষ্যপুত্র" ছায়াচিত্রে হয়ত এর মীমাংসা আপনারা মানিয়া লইবেন।

সঙ্গীত

—এক—

শান্তি ও সুখু

(মোর) গানের পাখি যায় গো ভেসে যায়
এই বাসন্তী সন্ধ্যায়॥
(আজ) চাঁদের সাথে ফুলের কানাকানি,
আঁখির ভাষায় হৃদয় জানাজানি,
দখিণ হাওয়া দোল দিয়ে যায়
রজনীগন্ধায়॥

দূরের পথিক, থেকো না আজ দূরে,
(হেথা) বসন্ত যে ডাক দিয়েছে
মিলন-বেণুর সুরে।
হেথায় আমার বাতায়নতলে
আশায় আশায় একটি প্রদীপ জ্বলে,
(মোর) মনোবনের কুসুমগুলি মালা হ'তে চায়॥

—দুই—

ভিখারিণী

বঁধু ছাড়িয়া না দিব তোরে।
হিয়ার মাঝারে রাখিব বাঁধিয়া
পীরিতি-কুসুমডোরে।
(তোরে) কাজল করিয়া রাখিব ধরিয়া
কাজল নয়ন পাতে,
যেথায় যাইবি ছায়া হ'য়ে তোরই
যাব তোর সাথে সাথে।
(বল্) আমারে ছাড়িয়া নিঠুর বঁধুয়া
পালাবি কেমন ক'রে!

(আমি) শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
পাশরিতে নারি তোমা,
(যদি) অবলার ত্রুটি হয় শত কোটি
নিজ গুণে কোরো ক্ষমা।
ও কর-পল্লব মাথায় রাখিয়া
বল' ছাড়িবে না মোরে॥

—তিন—

শান্তি ও মণিমালা

এল সাথী এল (বুঝি) এল সুন্দর সাজে রে।
গানের নূপুর রুমঝুমঝুম্
মনের বনে বাজে রে॥
কি মায়া জানে সে আঁখি,
পরাণে বাঁধে রাখী,
ফাগুন বাজায় বেণু (তাই) আমার ভুবন মাঝে রে॥

(এই) গানের সুরে সুরে (যারে) মনে মনেই সাধা,
মিলন-মালার ডোরে (কেন) হয়না তারে বাঁধা?
চাহিয়া সুদূর চাঁদে
মনের চকোরী কাঁদে,
(সে) ডাকিলে কাছে এসে
(তবু) নয়ন চাহেনা লাজে রে।

—চার—

শান্তি

বাদলের রাতি সাথী হারা কেটে যায়।
আমার আকাশে বিরহের মেঘ ছায়।
(মোর) মালাখানি পায়ে দ'লে
যে-পথিক গেল চ'লে,
হিয়া আমার শুধু বারে-বার
তারি পথপানে চায়।

কাছে পেয়ে তবু কেন এত অবহেলা,
ভালোবাসা লয়ে' কেন এ পুতুল-খেলা!
মিলন বাসর ঘরে
(কেন) বিরহের ছায়া পড়ে,
একি গো মিছেই খেলাঘর বাঁধা
সাগরের তীরে হায়।

—পাঁচ—

মাণিকচাঁদ

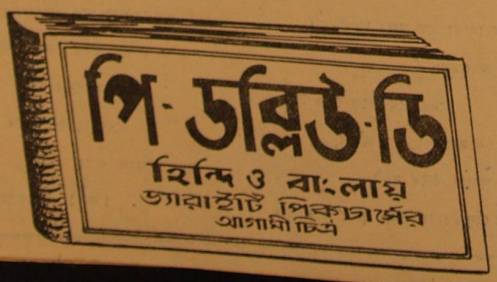

মধুরাতে বল' প্রিয় কোন্ মধু চাও গো,
কানে কানে সে কথাটি আজ ব'লে যাও গো।
এ তনুর পেয়ালায়
সে মধু কি উথলায়
মনে যে-ফুল ফোটে, সে কুসুম নাও গো

ফাল্গুণ রেণুকায় একি সুর জাগ্‌লো,
নয়নের কোণে আজ কোন মায়া লাগ্‌লো।
সুন্দর চিতচোর
মিলনের সাথী মোর
বাহুর ফুলডোরে আদরে জড়াও গো

শ্যামাকান্ত	...	শিশির ভাদুড়ী
রজনীনাথ	...	শৈলেন চৌধুরী
বিনোদ	...	প্রমোদ গাঙ্গুলী
হেমেন্দ্র	...	বিমান ব্যানার্জি
মাণিকচাঁদ	...	জহর গাঙ্গুলী
বিপিন	...	সন্তোষ সিংহ
যোগেশ	...	বেচু সিংহ
সাধুচরণ	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
যোগেন	...	ইন্দু মুখার্জি
খুখু	...	মাষ্টার মিন্টু
অমু	...	দীপক গাঙ্গুলী
শিবানী	...	রেণুকা রায়
শান্তি	...	সাবিত্রী
সিদ্ধেশ্বরী	...	প্রভা
মণিমালা	...	চিত্রা দেবী
বসুমতী	...	দেববালা
মোক্ষদা	...	রাজলক্ষ্মী
মাতঙ্গিনী	...	নিভাননী
চন্দ্রী	...	মনোরমা

অন্যান্য চরিত্রে—ফণি রায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, আশু বসু, কুমার মিত্র, সুশীল রায়, বৃন্দাবন চ্যাটার্জি, রবি বিশ্বাস, প্রফুল্ল দাস, গোকুল দাস (এঃ), কার্ত্তিক, দীনেন, সুনীল সরকার, প্রেমতোষ, মন্মথ ভট্টা, বিদ্যুৎ বসু, শিব ভট্টা, বিভূতি ব্যানার্জি (এঃ), সুধীর সরকার, ললিত চ্যাটার্জি, হিমাংশু, সুকুমার, শুক্তিধারা ও ঊষা।

প্রযোজক	...	নলিনীরঞ্জন বসু
কাহিনী	...	অনুরূপা দেবী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	সতীশ দাশগুপ্ত
সুরস্রষ্টা	...	দুর্গা সেন
গীতিকার	...	প্রণব রায়
চিত্র-শিল্পী	...	অজয় কর
শব্দধর	...	গৌর দাস
কর্ম্ম-সচিব	...	মোহিনী কুণ্ডু
প্রচার-সচিব	...	বিশ্ব রায় চৌধুরী
রাসায়ণিক	...	ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদক	...	বিনয় ব্যানার্জি
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	তারক বসু
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রক	...	সুরেন চ্যাটার্জি
স্থির-চিত্রী	...	গোপাল চক্রবর্ত্তী
		কালিপদ দাস
রূপসজ্জাকর	...	সুধীর দত্ত
ব্যবস্থাপক	...	সুধীর সরকার
		বিষ্ণু মুখার্জি
তত্ত্বাবধায়ক	...	দাউদ চাঁদ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে

— গৃহীত —

সহকর্ম্মিবৃন্দ —

পরিচালনায়	...	অতুল দাশগুপ্ত
ধারারক্ষায়	...	অশোক চ্যাটার্জি
চিত্র-শিল্পে	...	দশরথ বিশ্বাল
শব্দানুলেখনে	...	সত্যেন ঘোষ
সুর-শিল্পে	...	গৌর ঘোষ ও পান্না সেন
শিল্প-নির্দ্দেশনায়	...	সুনীল সরকার
স্থির-চিত্রে	...	সত্য সান্যাল
ব্যবস্থাপনায়	...	জীবন মুখার্জী
রসায়নায়	...	গোপাল, শম্ভু দীনু, সুরেশ, মঞ্জু, সামান্ত।
সম্পাদনায়	...	রবিন দাস
আলোক সম্পাতে	...	প্রমোদ, প্রভাস নারায়ণ
রূপসজ্জায়	...	সুর

বিশ্বাবসু রায় চৌধুরী সম্পাদিত এবং প্রকাশিত।

১এ, টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট, দি ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ হইতে নলিন চন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা